*International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)*
*A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal*
*ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)*
*ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)*
*Volume-VIII, Issue-VI, November 2022, Page No.32-41*
*Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711*
*Website: http://www.ijhsss.com*
**DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i6.2022.32-41**

---

# বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সম্মোহন শক্তি
## (Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and His Powerful Influence)

**ড. কৃষ্ণ ভদ্র**
*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গণবিশ্ববিদ্যালয়, সাভার-১৩৪৪, ঢাকা, বাংলাদেশ*
*E-mail:dr.kbhada2012@gmail.com*

### ***Abstract:***

*Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (1920-1975) is a memorable part of history itself. He is an historical force who will be reckoned with the greatest respect by the Bengali race for all of eternity. Bangabandhu is the visionary behind many victories, starting from the Bengali Language Movement to the emergence of Bangladesh as an independent and sovereign state. The utmost reverence that he held for the Bengali Language and the relentless compassion that he felt for all Bangladeshi citizens have always been deeply reflected in all of his deeds. The severe oppression and persecution that he had endured is clearly evidenced in his unfinished Memoir (Bengali: Oshomapto Attojiboni), which he had written while imprisoned. It is apparent from his writing the lively spirit and deep determination that he had held within himself. The memoir contains accounts of some of the struggles that he had to persevere through as well as captivating stories of how he was the artisan who moulded the path to Bangla and Bangladesh's victory. The writing also contains vibrant descriptions of the society and culture during that time. Subsequently, Bangladesh's only leading light, Bangabandhu cemented himself as the greatest Bengali of all time under whose leadership Bangladesh truly established itself as a highly-regarded country. His brilliance has been recognized in the literary culture as well.*

*Thus, on the 100th birth anniversary of the Father of the Nation, Bangabandhu still awakens the hearts of the Bengali race. His memory encourages the current generation to move forward in various ways as he resides in the homes of all Bengalis as a being whose legacy is unforgettable. These elements of Sheikh Mujibur's unwavering character and paramount contributions will all be unveiled to any reader of his unfinished autobiography ( Bengali: Oshomapto Attojiboni). Presently, that is what has been discovered through the important research and thorough analysis of this piece of writing.*

**Keyword: Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman, Nation of the father, A History, Power of influence, Spech of March 7**

## ভূমিকা:

> “যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরী,যুমনা বহমান
> ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান”।।

আজ যাঁকে ঘিরে এতো শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তিনি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। যিনি ( ১৯২০- ১৯৭৫) অর্ধশতকের বেশি সময়ের ইতিহাসের একজন জীবিত সাক্ষী। যিনি উপমহাদেশের মহাযুদ্ধ,মহাদুর্ভিক্ষ, ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারত ভাগ, লাখ লাখ বাস্তুহারা মানুষের বিপর্যয় দেখেছেন।আরো দেখেছেন ভাষা আন্দোলন এবং নিজেই নেতৃত্বে দিয়েছেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। যাঁর যুগের পরিবর্তন হওয়াকে মেনে নেওয়া হয় দূর্দান্ত সাহস ও প্রজ্ঞা হিসেবে। এ সর্বজন উপলভ্য যে, ইতিহাসের সত্যতা নির্ভর করে ঘটনা কার মুখ থেকে শুনেছি তার ওপর। সবারই সবটুকু জানার অধিকার আছে। তাই ভাবতে হবে,বিশ্লেষণ করতে হবে। সেটাই জীবনকে প্রভাবিত করবে। ধারণ করতে হবে প্রকৃত সত্য। এমনি শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান,তিনি সত্যনক্ষত্র স্বরূপ। বর্তমান সময়েও স্বহস্তে লিখিত অসমাপ্তআত্মজীবনী শতবর্ষের রাজনৈতিক আর্ত-সামাজিক দিকসমূহের সেই কালজয়ী সাক্ষী হয়ে প্রতিটি বাঙালীর চেতনার প্রতীক।

**বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:** শেখ মজিবুর রহমানের ‘ অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ নামকরণে ’অসমাপ্ত’ শব্দটি বুঝানো হয়েছে জীবনের প্রথম পর্ব আর ‘আত্মজীবনী’ শব্দটির মধ্যে দিয়ে আলোকিত আলোচিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর জীবনালোখ্য । তৈরী হয়েছে এক বিশেষ অভিযোজন । কারণ বঙ্গবন্ধু উপমহাদেশের সবচেয়ে উজ্জ্বল সময় রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত তখনকার ইতিহাস জানা। এখানে বলে নেয়া ভাল যে,’অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ উচ্চমানের সাহিত্যকর্ম। সেকারণে স্থান করে নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ তেমনই একটি আকর গ্রন্থ । তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণের মতোই ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ও সাহিত্য মানের বিবেচনার যোগ্য।

**অনুমেয় (হাইপোথিসিস) কাজ:** বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ গ্রন্থটিতে ছাত্রজীবনের ঊষালগ্ন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এ দেশের মানুষের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা প্রতিফলিত হয়েছে । যা পড়ে ও অনুধাবন করে তৈরি হবে রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী মহল। যা স্বাধীন বাংলাদেশের দেশবাসী চিরদিন শ্রদ্ধাভরে মনে রাখবে। এজন্যই তাঁর দিক নিদের্শনামূলক আলোচনা,কীর্তি ও কর্ম গড়ে চলছে একটি যুগান্তকারী অধ্যায়।

**প্রারম্ভিক চেতনা:** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি নাম, একটি ইতিহাস। একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য। যা যুগ যুগ ধরে ইতিহাস হয়ে বাঙালির মননে মানসে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিত্ব। মহান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিয়ে যখনই চিন্তা করা হয় ,স্মৃতিপটে বিচ্ছুরিত আলোক পুঞ্জিতে রেখাপাত করে রবীন্দ্রদর্শন। বঙ্গবন্ধুর জন্মকথা,তাঁর পিতামাতার জীবনযাপন, বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাজীবন, কিশোরকাল, রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়া, জনতা ও বঙ্গবন্ধু এক এবং অভিন্ন হওয়ার ইতিহাস। নি:সন্দেহে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আপামর মানুষের সবচেয়ে প্রিয়নেতা।

**কালজয়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনালোখ্য:** বিশ্বের দিকে লক্ষ্য করলে এ প্রতীয়মান হয় যে,স্বাধীনতার জন্যে একজন মহীরূপ সদৃশ দেশনেতার অবদান সর্বদা সর্বাধিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি পায়। আর

এরূপ ব্যক্তিত্বই জাতির জনক ও দেশের স্থপতি রূপে নন্দিত হন। তিনি বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান নেতা যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনিই হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যাঁর নেতৃত্বেই পৃথিবীতে ১৯৭১ সালে আর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। দেশটির নাম ‘বাংলাদেশ’।

আবার তিনিই বাঙালীর মন ও মননে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রাখেন তা নতুন প্রজন্মকে নানা মাত্রিকে উজ্জীবিত করে যাচ্ছেন। প্রায় জন্মের ১০০ বছরে হরেক রকম সামাজিক বিবর্তন, আধুনিক সমাজের যৌক্তিক আবেদন ,এ মহান সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব যুগ ও কালের সমৃদ্ধ আঙিনা সবকিছুকে ছাপিয়ে এখনও বাংলার ঘরে ঘরে রাজনীতি অর্থনীতি সর্বপরিসরে প্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিনিয়তই শাণিত করছেন ।তাঁর আবির্ভাব বাংলাদেশের অবিস্মরণীয়পর্ব।

স্বাধীন রাষ্টের ধারক ও বাহক বঙ্গবন্ধু নবজাগরণী ভাব ও সম্পদে উনিশ শতকের মাঝামাঝি একটি নবজাগৃতির ধারা সূচিত করেছিলেন। তখন সবকিছুই মূলত অতীত অভিজাত শ্রেণির সামাজিক বলয়ে আটকে থাকতো। এমনকি জাতি ভেদ,ধর্ম,আর বর্ণের বিভাজন দ্বারাই নারী-পুরুষের অসম বৈষম্যে গোটা সমাজ তখনও পশ্চাদপদ এবং দ্বিধাবিভক্ত পরিলক্ষিত হতো।

তখনই এক যুগস্রষ্টা বঙ্গবন্ধুর আবির্ভাবই শুধু নয়,আপন আলোয় নিজস্ব পথচলার ও এক অভাবনীয় নবদীপ্তর আবিভাব হয়েছিল। তাঁর কর্মদক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন আঙিনায় সর্দপে পদচারণা করে আজ অবধি আপন স্বকীয়তায় নিজের অবস্থানকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

শুধু তাই নয়, যাপিত জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভবের সুখ- দুঃখের যে অভাবনীয় অনুরণন থেকে যেতো সেখানেও বঙ্গবন্ধু নিজেকে অসাধারণ শৈল্পিক মর্যাদায় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। ব্যক্তি মানুষের আকাঙখা ও স্বপ্নের সঙ্গে সমাজ সংস্কার করে ,দ্বন্ধ সংশ্লিষ্টদের অশুভ সঙ্কেতের বিপন্নতার শিকারও হয়েছেন। তারপরও বসে থাকেন নি। তিনি সমাজের বিদগ্ধ চিত্রের শৈল্পিক সুষমার অনবদ্য উপস্থাপন করেছেন তাঁর ‘ অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ঐতিহাসিক দলিলটিতে।

তাঁর ঐতিহাসিক আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থটি সমকালীন সময়ের দাবীকে মূল্যায়ন করে তিনি জনগণের স্বার্থে নতুন দিগন্তকে অবারিত করার অদম্য চেতনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রতিফলন ঘটেছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে। তাছাড়া এভাবেই তাঁর জীবন থেকে অনেকটা বছর কেটে যায় হরেক রকম কর্মদ্যোতনায়। তিনি জীবনের সমাজ ব্যবস্থার শেকড়ে প্রোথিত কঠিন অপশক্তি আর সংস্কারের বিরুদ্ধে পালাক্রমে সৃজন শক্তিকে শাণিত করেছেন। তাঁর দুঃসাহসিক মনোবল, অজেয় মনন দ্যোতনায় যে মাত্রায় সামাজিক নিপীড়নকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন তা আজও এক অনন্য নজির। সত্য যে , অতি সাধারণ ঘরে জন্ম নেয়া অসাধারণ মনন শৌর্যে বঙ্গবন্ধু শুধু তাঁর সময়ের নায়ক হলেও বছরের পর বছর সময়ের প্রজন্মের চিরায়ত উদ্দীপক জায়গায় নিজের নামটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়ে নিলেন। আজও সেখানে তিনি অবিচলই শুধু নন প্রতিযুগ ও কালের সামাজিক অপসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়ানো অপরাজেয় শৈল্পিক ব্যক্তিত্ব। তিনি যেহেতু সময়ের আবেদন, সেহেতু তিনি জীবন ও জীবিকার চিরন্তন বোধগুলো প্রতিনিয়তই শাণিত করতে পেরেছেন। এজন্য তিনি শুধু তাঁর কালকেই জয় করেননি তারচেয়ে বেশি ভাবী কালকেও অবারিত করতে সময়ের জয়গান গেয়েছিলেন। যা তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি মহিমা।

**বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন পরিচিতি:** জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ও বাংলাদেশের প্রথম রাষ্টপতি (২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকে ১১ জানুয়ারি ১৯৭২)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার মধুমতি নদী তীরবর্তী টুঙ্গীপাড়া গ্রামে (বাং ২০ চৈত্র ১৩৫৯/১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন গোপালগঞ্জ দেওয়ানি আদালতের সেরেস্তাদার। মাতার নাম সায়েরা খাতুন। মুজিব ছয়ভাই-বোনের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি গোপালগঞ্জ মিশনার ম্যাট্রিক, ১৯৪৪ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই.এ এবং একই কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে বি.এ পাশ করেন।”[১] ১৯৩৯ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে শেখ মুজিবুর রহমান শেখ ফজিলাতুন্নেসাকে বিয়ে করেন। তাঁদের ঘর আলোকিত করে আসেন শেখ কামাল,শেখ জামাল,শেখ রাসেল এবং দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। ছাত্রজীবন থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন রাজনীতি সচেতন মানুষ। রাজনীতি যেন তাঁর রক্তে মিশে আছে। তিনি উপলব্ধি করতেন যে, রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমেই বৃহৎ কল্যান সম্ভব। তাই তো তিনি এ দেশের সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য কারাভোগ করেন। নেতৃত্বগুণের কারণে ১৯৪৬ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি- ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্থান মুসলিম ছাত্রলীগ (বর্তমান বাংলাদেশ ছাত্রলীগ) প্রতিষ্ঠা করেন।

1. ১১ই মার্চ ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের পিকেটিং এর কালে গ্রেফতার হন।
2. ১৯৪৯ সালে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন।
3. ১৯৪৯ সালে মাওলানা ভাসানীর সাথে নেতৃত্ব দান কালে গ্রেফতার হন।
4. ১৯৪৯ সালে ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ এর জন্ম হলে কারাগারে থাকা অবস্থায় যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন।
5. ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।
6. ১৯৫৫-১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণ পরিষদ ও আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন।
7. ১৯৬৫- ১৯৫৮ সালে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।
8. ১৯৬৬ সালের ২৩মার্চ পাকিস্থানের লাহোরে বাঙালির মুক্তির ছয় দফা উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একটি অংশ মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হয়ে কারাগারে কাটান।
9. ১৯৬৮সালে আগড় তলা ষড়যন্ত্র মামলায় কারাভোগ করেন।
10. ১৯৭১ সালের ৭মার্চ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে দশলক্ষ লোকের বিশাল জমায়েত তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন যা বাঙালির জাতির ইতিহাসের যুগ সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত থাকবে।
11. সর্বশেষে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ অসহযোগ আন্দোলনে পাকিস্থানিদের হাতে গ্রেফতার হন।”[২]

**বঙ্গবন্ধুর ভাষা আন্দোলন ও বাংলা ভাষা সম্পর্কিত চেতনা:** শেখ মুজিব ছিলেন ভাষা আন্দোলনের প্রথম কারাবন্দীদের একজন (১১ মার্চ ১৯৪৮)। ১৯৫৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান গণ পরিষদে বাংলা ভাষার প্রশ্নে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ ছিল উল্লেখ্যযোগ্য। মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখার অধিকার দাবি করে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, “আমরা একত্রে বাংলার কথা বলতে চাই। আমরা অন্য কোনো ভাষা জানি কি জানি না তাতে কিছুই যায় আসে না। যদি মনে হয় আমরা বাংলাতে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি তাহলে ইংরেজিতে কথা বলতে পারা সত্ত্বেও আমরা পরিষদ থেকে বেরিয়ে যাবো। কিন্তু পরিষদে বাংলায় কথা বলতে দিতে হবে। এটাই আমাদের দাবি”।[৩] তিনি আরো উল্লেখ করেন, “বাংলা ভাষা শতকরা ছাপান্ন

জন লোকের মাতৃভাষা, পাকিস্থান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সংখ্যা গুরুদের দাবি মানতেই হবে। রাষ্ট্র ভাষা বাঙলা না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তাতে যাই হোক না কেন , আমরা প্রস্তুত আছি।”[৪]

জাতির জনক তাঁর পারিবারিক চেতনা ’অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ তে ব্যক্ত করেছিলেন এভাবে - “পাঁচ দিন পর বাড়ি পৌছাঁলাম। মাকে তো বোঝানো কষ্টকর। হাচু আমার গলা ধরে প্রথমেই বলল, “আব্বা, রাষ্ট ভাষা বাংলা চাই, রাজ বন্দিদের মুক্তি চাই”। ২১শে ফেব্রয়ারি ওরা ঢাকায় ছিল, যা শুনেছে তাই বলে চলেছে। কামাল আমার কাছে আসল না,তবে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি দূর্বল, বিছানায় শুয়ে পড়লাম। গতকাল রেণু ও মা ঢাকা থেকে বাড়ি এসে আমার প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছিল। এক এক করে

সকলে যখন আমার কামরা থেকে বিদায় নিল, তখন রেণু কেঁদে বলল,‘তোমার চিঠি পেয়ে আমি বুঝেছিলাম, তুমি কিছু একটা করে ফেলবা। আমি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কাকে বলব নিয়ে যেতে, আব্বাকে বলতে পারি না লজ্জায়। নাসের ভাই বাড়ি নাই। যখন খবর পেলাম খবরের কাগজে, তখন লজ্জা শরম ত্যাগ করে আব্বাকে বললাম। এদের কি দয়া মায়া আছে ? আমাদের কারও কথাও তোমার মনে ছিল না? কিছু একটা হলে কি উপায় হত? আমি এই দুইটা দুধের বাচ্চা নিয়ে কি করে বাচঁতাম? হাচিনা, কামালের অবস্থা কি হত? তুমি বলবা, খাওযা- দাওয়ার কষ্ট তো হত না? মানুষ কি শুধু খাওয়া পরা নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়? আর মরে গেলে দেশের কাজই বা কিভাবে করতা?” আমি তাকে কিছুই বললাম না। তাকে বলতে দিলাম, কারণ মনের কথা প্রকাশ করতে পারলে ব্যথাটা কিছু কমে যায়। রেণু খুব চাপা, আজ যেন কথার বাঁধ ভেঙে গেছে। শুধু বললাম,‘ উপায় ছিল না’। বাচ্চা দুইটা ঘুমিয়ে পড়েছে। শুয়ে পড়লাম। সাতাশ- আঠাশ মাস পরে আমার সেই পুরানা জায়গায়, পুরানা কামরায়, পুরানা বিছানায় শুয়ে কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠের দিনগুলির কথা মনে পড়ল। ঢাকায় খবর সবই পেয়েছিলাম। মহিউদ্দিন ও মুক্তি পেয়েছে। আমি বাইরে এলাম আর আমার সহকর্মীরা আবার জেলে গিয়েছে।”[৫] এ কথোপকথন থেকে বঙ্গবন্ধুর বাংলার দাবী আদায়ের ধাপ সমূহের মধ্যে অন্যতম মানবিক পারিবারিক তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ তিনি একটি জাতির আত্মিক পরিচয় মাতৃ ভাষার প্রতিষ্ঠায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ মাতৃভাষার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। তিনি ছিলেন বাংলা ভাষাও সাহিত্যের পথিকৃৎ। বঙ্গবন্ধু যে প্রচুর শিল্প সাহিত্যের বই পড়তেন, তা তাঁর ভাষণ, বক্তৃতা, চিঠিপত্র আর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৪৯ সালে পশ্চিম পাকিস্থান ভ্রমণকালে একই গাড়িতে করাচি আসার পথে উর্দুভাষী কয়েকজন পাকিস্থানিকে তিনি কবি নজরুল ও কবি গুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়ে ছিলেন।[৬]“ ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে চীনের শান্তি সম্মেলনে যোগদান করে তিনি মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শুধু রাজনৈতিক নেতা নন, তিনি একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। ১৯৭০ সালের ৩১ডিসেম্বর ঢাকার একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিক বৃন্দের সৃষ্টিশীল বিকাশের যে কোনো অন্তরা আমি এবং আমার দল প্রতিহত করবো।”[৭] এখানে প্রতিফলিত হয় যে, দৃঢ় মনেবলের ভিত্তিতেই অর্জিত হয়েছে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা। সর্বোপরি জনগণ পেয়েছে সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

**সাহিত্যের আলোকে বঙ্গবন্ধু:** বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি জাতিকে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্রনাথের চিন্তা চেতনাকে ধারণ করে বাঙালিকে নতুন পথ দেখিয়েছেন। বাংলাদেশকে উন্নয়নের সোপানে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাচেতনা ও

মানবিকতাকে যুক্ত করে বঙ্গবন্ধু **১৯৭১** সালে নেতৃত্বদানের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে সার্বভৌম রাষ্ট্র সোনার বাংলা তৈরী করেছেন।এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, দুইজন ব্যক্তিত্ব তাঁরা হলেন প্রথমত, রবীন্দ্রনাথঠাকুর **১৯১৩** সালে বাংলা সাহিত্যে নোবেল পুরষ্কার । দ্বিতীয়ত , বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে পৃথিবীর বুকে উঁচুস্থানে বসিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃতি, প্রেমও মানবতার কবি। রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন বঙ্গবন্ধু সেই পথ ধরে এগিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুকে এক কথায় অভিহিত করা যায় দেশপ্রেমের অবতার হিসাবে। দেশের মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা কিংবদন্তীতুল্য। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের কত শত সংগ্রামের কাহিনী তিনি রচনা করেছিলেন। বাংলাকে তাঁর মতো আর কে ভালোবেসেছে? জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ছিল দুর্ণিবার গ্রন্থপ্রীতি। তিনি ছিলেন সচেতন পাঠক। সম্মোহন শক্তির রূপকার ও কথা নির্মাতা। তাছাড়া -রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই বঙ্গবন্ধু কণ্ঠস্থ ছিল। **১৯৭২** সালে **১০**জানুয়ারি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বঙ্গমাতা’ কবিতা-

“সাত কোটি সন্তানে রে হে মুগ্ধ জননী
রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করনি”।

কলকাতায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী হিসেবে ভাষণ দেওয়ার সময় আবৃত্তি করেছেন ------

“নিঃস্ব আমি রিক্ত আমি
এবং নাগিনীরা দিকে দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস”।

তাঁর কণ্ঠে দিকে দিকে কবিতাগুলো সেদিন উচ্চারিত হয়েছিলে। বঙ্গবন্ধু জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল বেশি তা তারই প্রমাণ।তাঁর অন্তর দখল করে রেখে ছিলেন বিশ্ব কবি। জেলে যাত্রার সময় ‘সঞ্চয়িতা’ হাতে তুলে নিতেন।যা থেকে বোঝা যায় বঙ্গবন্ধুর একমাত্র সঙ্গী বা অনুপ্রেরণার ব্যক্তিত্ব ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙলা একাডেমি আয়োজিত **১৯৭২** সালের রবীন্দ্রনাথ জন্মবার্ষিকীতে তিনি বলেছিলেন,‘বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রাণও অপরিমেয় ত্যাগের বিনিময়ে। কিন্তু বাঙালি, কবি গুরুর কাছ থেকে লাভ করেছেন সত্য ন্যায়ের চেতনা।যা ছিল আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁর অবদান অনেক খানি। এভাবে বিভিন্ন আলোকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনুধাবন করলে দৃশ্যমান হয় বঙ্গবন্ধু বাংলাভাষা ও বাংলার জনগণের প্রতি অগাধ মায়া মমতা। বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্র সংগীত দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি মুক্তি যুদ্ধ শুরুর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের “আমার সোনার বাংলা,আমি তোমায় ভালোবাসি”গানটি জাতীয় সংগীত হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা-চেতনায় রবীন্দ্রনাথের অসম্প্রাদায়িক চেতনা। পরর্বতীতে মানব কল্যানের ভাবনা স্থায়ীভাবে আসন গেড়েছিলো। তাইতো বঙ্গবন্ধু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ নেতা।

**৭ই মার্চের ভাষণ:** ঐতিহাসিক ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খলা মুক্তির আহব্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন, “প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয়বাংলা ”।[৮] বঙ্গবন্ধু তাঁর **১৮**মিনিটের ভাষণের মাধ্যমে উজ্জীবিত করেছিলেন সমস্ত বাঙ্গালীকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য। তার এই রেসকোর্স ময়দানের ৭ই মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ইউনেস্কো এবং মেমরি অব দ্যা ওয়াল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে তালিকা ভুক্ত করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ দিয়ে আজ আমাদের জীবন গঠিত, দেশগঠিত।বঙ্গবন্ধু সমস্ত দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁর ভাষণ যুগ থেকে যুগান্তরে বাংলাদেশের মানুষ স্মরণ করবে।
তিনি আরো বলেন :

“আমি মন্ত্রীত্ব চাই না
মানুষের অধিকার চাই।
রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো
এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ”।[৯]

বাংলাদেশের মানুষ কখনো এই মহান নেতার স্থান ভুলতে পারবে না। ভুলতে পারবে না তাঁর এই অবদান। তাঁর আদর্শ রয়ে যাবে সমস্ত বাঙালীর মাঝে। বঙ্গবন্ধু বেঁচে ছিলেন মাত্র ৫৫ বছর। এর মধ্যে প্রায় এক যুগ কেটেছে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে। বিস্তর কারাবাস এবং পাকিস্থানি স্বৈরশাসকদের বিভিন্ন অত্যাচার ও এই আপসহীন নেতার মনোবল ভাঙতে পারেনি। তিনি জেলজীবনকে ও তিনি অত্যন্ত সৃষ্টিশীল , শৈল্পিক নৈপণ্যে সময়ের ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচনাসমূহ মূলত জেলে থাকাকালীন সময়ে লিখেছেন। রাজনৈতিক জীবনে দুঃখ দৈন্যসংকটে আবৃত্তি করতেন বহুল পরিচিত চরণসমূহ –

“বিপদে মোরে রক্ষা কর
এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিত্তে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয় ”।

**সম্মোহন শক্তির রূপকার:** বঙ্গবন্ধু সম্মোহন শক্তির রূপকার। তাঁর ছিল নান্দনিক সৌন্দর্য মাখা উচ্চারণ। তাই তিনি কালজয়ী বঙ্গবন্ধু। যে কথা আটপৌরে কথোপকথনে বা গদ্যের নীরস ভাষায় মনে কোনো আবেদন সৃষ্টি করে না, কোনো মুগ্ধতার জন্ম দেয় না, সে কথাটিই যখন বঙ্গবন্ধু প্রকৃত সুমধুর চরণে উচ্চারণ করতেন তখন তা পাঠক - শ্রোতার মনে আবেদন-নিবিড় সম্মোহনের সৃষ্টি করতো বা আজও করে। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য শোনতে পড়তে বা শুনতে ইচ্ছে করে। বার বার শোনার পরও তার আবেদন নিঃশেষ হয়ে যায় না। এখন ও শ্রুতি মধুর।

মাঝখানে বিরতি দিয়ে পুনরায় পড়লে তাকে নতুন লাগে। তিনি শক্তিশালী বক্তা ছিলেন। তাঁর ম্যাজিক লাইনস একটি বাক্যকে আবেদনের স্থায়িত্বে উন্নীত করে দিতে পারে অথবা করে দেয়। বক্তব্য উপস্থাপনা সাময়িক নয় যুগ যুগ উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে এবং বক্তেব্যের আবেদন আকাশচুম্বীতে জনগণের মনে প্রতিধ্বনি হয়েএখনওদেশের মানুষকে দেশের কাজে সহায়তা করে থাকেন। তাঁর ‘অসমাপ্তআত্মজীবনী’ পাঠককে নিবিড় ভাবে আকর্ষণ করা, শব্দের ব্যবহারে ব্যঞ্জনা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, তাতে সম্মোহনী ক্ষমতা অফুরন্ত। সুতরাং উপস্থাপনা রীতির অভিনবত্ব, বিষয়ের জীবন ঘনিষ্টতা, তারল্যও কষ্ট কল্পনা ,প্রকাশের অপ্রকাশের ঘনিষ্ঠতা,আলো- আধাঁরি আবেদন সৃষ্টিতে স্থায়িত্ব বৃদ্ধি এবং শ্রুতিমধুর বৈচিত্র্যতা মূল ভূমিকা পালন করে।

তিনি মানব-শিল্পীর হাতে সৃষ্ট শিল্প প্রকৃতির হাতে সৃজিত শিল্পের মতো হুবহু প্রাণপূর্ণ, রসনিবিড় অতুলনীয় প্রতিভাও অনন্য নৈপুণ্যের অধিকারী। তেমনি তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণ প্রাণ প্রবাহে কল্লোলিত হয়ে ওঠে, গতিময়তায় ঝর্ণার মতো ঝংকৃত হয়ে ওঠে। আনন্দে নিবিড় সৌন্দর্য স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেজন্যই তাঁর ভাষণ, এতো জীবন্ত, এতো মৃত্তিকালগ্ন। তিনি কথা সাহিত্যের নির্মাতা।

**বঙ্গবন্ধু একটি ইতিহাস:** শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন গণ মানুষের নেতা। তিনি যেমন নি:স্বার্থ ভাবে জন কল্যানের রাজনীতি করতেন তেমন জনগণের ভালোবাসা ও পেয়েছেন। তাঁর মুক্তির দাবিতে রাজপথে বিশাল মিছিল। ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ, অনশন করেছিল। কারণ তিনি ছিলেন জন গণের বন্ধু। এ ধারাবাহিকতার স্বীকৃতি স্বরূপ তৎকালীন ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ ১৯৬৯ সালের ২৩ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানকে “বঙ্গবন্ধু” উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপাধিটি যে কেবল তার জন্য যথাযথ ছিল তার প্রমাণ হলো পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুই তার নাম হয়ে যায়।

বাঙালি জাতির স্বপ্ন দ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু রহমান এ জাতির কল্যানে চিন্তা মগ্ন থাকতেন। ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু দিবসে তিনি তৎকালীন পূর্ব- পাকিস্থানের নামকরণ করেন বাংলাদেশ নামে। যা তাঁকে পিতার ভূমিকায় নিয়ে যায়। তাই পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ৩মার্চ পল্টন ময়দানে ডাকসুর ভিপি আ.স.ম. আব্দুর রব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক উপাধি দেন। তিনি ১৯৭২ সালে বিশ্ব শান্তি পরিষদের দেওয়া সবোর্চ্চ সম্মাননা “জুলিওকুরী” পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৭৪ সালে জাতি সংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন। বাংলায় ইতিহাসে জঘন্যতম দিন ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫। জনগণ মমার্হত চিত্তে বলতে হয়, যার বক্তৃতা বিশ্বাস করে কোটি মানুষের প্রাণ বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই মহা মানবকে কতিপয় নরপিশাচ স্বপরিবারে হত্যা করে বাংলার মাটিতে কলঙ্কিত করে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় কতিপয় মানুষ নামের জানোয়াররা পিতৃ হত্যার মতো ঘৃণ্য কাজের মাধ্যমে তাঁর স্বপ্নকে বিলীন করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা সফল হয়নি। কারণ তাঁর স্বপ্ন সারথীরা আজও জেগে আছে।

**বরেণ্য বাংলাদেশ:** বাংলার ইতিহাসে গুটিকতক স্বার্থন্বেষী মানুষ তাঁকে নৃশংস ভাবে হত্যা করলেও তিনি বিশ্বে চিরঞ্জীব নক্ষত্র হয়ে থাকবেন। তাঁর সৃষ্টিকালে ও কালান্তরে দীপ্তিও সৌরভ ছড়াতে থাকবে বলেই সবার বিশ্বাস। শেখ মুজিবুরকে চেনার সবচেয়ে বড় উপায় হলো তাঁর শৈল্পিক ব্যক্তিত্ব। মাত্র ৫৫ বছর জীবদশায় তিনি দেশের মানুষকে পৃথিবীর বুকে উঁচু করে দাঁড়া করে দিয়েছেন। বাঙালি জাতি পেয়েছে সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ এ এক বিস্ময়! তাঁর সময় কালে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, দ্বীজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদ বাংলা সাহিত্যকে বিশাল পরিবর্তন বা আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার ও নজরুল তার বিদ্রোহী কবিতার রচনা করে ঝড় তুলেছিলেন। যা আজও বাঙালির সাহিত্রানুরাগী চর্চায় জীবন্ত।

বঙ্গবন্ধু অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি গণ-আন্দোলনের সংগ্রামী মানুষের চিত্ত-চেতনার সংগে নিবিড় একাত্মতায় বিলীন ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির সাহস ও শক্তি। বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন – সংগ্রামে এ ধারা আজও অব্যাহত। তাঁর “অসমাপ্তআত্মজীবনী” তারই প্রকাশ।

শেখ মুজিবুর রহমান মানেই বাংলাদেশের প্রতিধ্বনি ও প্রতিচ্ছবি। তিনি একজন মৌলিক, শক্তিমান ও ঐতিহ্যবাদী প্রতিভার ধারক। সেই সঙ্গে সেরা নেতা হিসেবে বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশের প্রতিনিধি। তাইতো তিনি ১৯৭১ সালে জনগণের স্পন্দন ছিলেন।

জনগণ তাঁকে নিয়ে গান গাইতো --

“একটি মুজিব ঘরের দিকে লক্ষ মুজিব ঘরের কণ্ঠে প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে ওঠে রণী,বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ ”

সেই বিখ্যাত গানটির গীতিকার গৌরি প্রসন্ন মজুমদার লিখেছিলেন। তখন চির সবুজ চিরঞ্জয়ী কন্ঠেস্বরের প্রতিধ্বনিত হয়েছিল আকাশে বাতাসে। গানটি শোনেন নি এমন জনগণ ছিল না। এ গানটি কোন মুক্তি কামী মানুষদের কঠোর সংগ্রামের পথে সাহস জোগাত, প্রেরণার উৎস ছিল। যে গানটি স্বাধীনতার ৫১ বছর পর আজও প্রাণে তুফান তোলে। উদ্দীপনা জাগায়। মনে আনে যুদ্ধ দিনের দৃশ্য। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে গানটি মৃতসঞ্জিবনীর কাজ করেছিল। এই গানে আছে বাংলার সেই সব শিক্ষিত মানুষদের কথা যাঁরা এই বাংলাকে দেখেছেন সোনার বাংলা, রূপসী বাংলা আর বঙ্গবন্ধু এনে দিলেন ‘জয়বাংলা’। এ কথা সত্য যে, প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মুজিব।

**গবেষণার অন্বেষার নতুন দিকবলয়:** বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না। সত্য বচন প্রকাশ করার ইচ্ছে - এই মা, মাটি –মৃত্তিকা,লাল সবুজ পতাকা, বায়ান্নো, একাত্তর আর বঙ্গবন্ধুর কাছে যেমন ঋণী, তেমন অপরিসীম ঋণ রয়েছে দেশের প্রতি। বায়ান্নো সময় ফেরারি ভাষার সৈনিক বা একাত্তরের মুজিবনগর একই সংগে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যাঁর কন্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। তিনি নিজেই যেন একটি স্বতন্ত্র শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, একটি স্বপ্ন স্বাধীন বাংলাদেশ। কী অপরিসীম সুন্দর স্বাধীন বাংলাদেশ! বঙ্গবন্ধু নিজেই বাংলা ভাষাও সাহিত্য এবং গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সমান্তরালে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি দ্রষ্টা হওয়ায় সহজেই বলা যাচ্ছে তিনি বাংলার খাঁটি বাঙালি।

**‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণে বিশেষ দিকসমূহ পরিলক্ষিত হয়েছে তাহলো:** আবেগ জনিত বুদ্ধিমত্তা দক্ষতা দ্বারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এগিয়ে নিয়েছিলেন সাধারণ জনগণকে মুক্তি সংগ্রামে এবং তৈরী করেছেন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। তাঁর ছিল অপরিসীম চেতনা। যাকে বলা হয় ‘ইকিউ’ বা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। তাঁর ছিল মনোমুগ্ধকর চারটি দক্ষতা। তাহলো- প্রথমত: সেলফ অ্যাওয়ারনেস বা নিজেকে জানা, দ্বিতীয়ত: সেলফ ম্যানেজমেন্ট বা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা, তৃতীয়ত: সোশ্যাল আওয়ারনেস বা সামাজিক সচেতনতা এবং চতুর্থত: রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট বা সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা। এই চারটি দিক নিয়ে তিনি কালজয়ী ব্যক্তিত্ব।

**উপসংহার:** সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান দেশ, জাতি, সাহিত্য, সমাজ,অথনীতি-রাজনীতি, ধর্ম-দর্শন, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সমৃদ্ধ চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেনএই ‘অসমাপ্তআত্মজীবনী’ তে। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ প্রতিমুহূর্তেই মানুষের মৌলিক মানবিক গুণাবলি হৃদয়ে স্পন্দিত মানুষ পরিচয়ই বড় থাকবে। তিনি প্রতিটি কাজে সমাজ জীবনে, সমাজ সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য পরিহার করার স্বত:স্ফুর্ত তাগিদ অনুভব করে আন্দেলিত করেছেন সাধারণ জনগণকে। ‘অসমাপ্তআত্মজীবনী’ একটি গবেষণামূলকগ্রন্থ। তাই সুদূর প্রসারী চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে

এই মূল্যবান গ্রন্থটিতে। এ গ্রন্থে লেখক নিজে সুস্থ স্বচ্ছভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানবিকগুণে সমৃদ্ধ গুনাবলি তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। তিনি হলেন সম্মোহন শক্তিধর ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি যেমন প্রমাণ করে তেমনি প্রমাণ করে তিনি ছিলেন সম্মোহন শক্তিধর। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি। তৃতীয় বিশ্বের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তিনি মহান দেশপ্রেমিক। হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে একটি অনিবার্য অধ্যায়। উপমহাদেশের ইতিহাসে মহান নক্ষত্র। বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। তাঁর মহা প্রস্থানে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো তা পূরণ হতে হয়তো শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষা করতে হবে। পরিশেষে মহাননেতা ,জাতির পিতা, বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

**তথ্যসূত্র:**

১। সিরাজুল ইসলাম(প্রধান সম্পাদক),বাংলাপিডিয়া,বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, বাংলাদেশএশিয়াটিক সোসাইটি , ২০১১,পৃ.২২।
২। প্রাগুক্ত,পৃ.২২।
৩। প্রাগুক্ত,পৃ.২২।
৪। শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,২০১৩,পৃ. ১০০।
৫। প্রাগুক্ত,পৃ. ২০৭।
৬। প্রাগুক্ত,পৃ. ২১৭।
৭। আতিউর রহমান, বাঙালি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক বঙ্গবন্ধু, শোকাশ্রু বঙ্গবন্ধু সমাজকল্যান পরিষদ, ২০১৫, পৃ.৩০।
৮। উদ্ধৃতঃ অসমাপ্ত আত্মজীবনী,পৃ. ২৯৮।
৯। উদ্ধৃতঃ অসমাপ্ত আত্মজীবনী,পৃ. ২৯৮।
১০। আনিসুজ্জামান,এম., স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু, ঢাকা কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯১পৃ. ০১।